দৈনিক ইত্তেফাক

APR 1 1 2002

প্রসঙ্গ : গ্রেডিং পদ্ধতি

দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি-র ফলাফলে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সনাতন পদ্ধতির ফলাফলের ত্রুটি দূর করা। অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতিতে এক ছাত্র ৬০১ নম্বর পেলেও প্রথম বিভাগ, ৭৪২ নম্বর পেলেও প্রথম বিভাগ। পক্ষান্তরে ৫৯৮ নম্বর পাওয়া একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ৬০৯ নম্বর পাওয়া একজন পরীক্ষার্থীর ফলাফলের মর্যাদায় বিরাট পার্থক্য থাকত। আবার ৬০৮ নম্বর পাওয়া একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ৭৪৩ নম্বর পাওয়া একজন পরীক্ষার্থীর ফলাফলে কোনো পার্থক্য থাকতো না। কেউ মার্কসশীট না দেখলে কারও সম্পর্কে উঁচু বা ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকতো। আবার ৭৪৮ নম্বর পাওয়া ছাত্রীটির চেয়ে ৭৫২ নম্বর পাওয়া ছাত্রীটিকে অনেক বেশী মর্যাদা দেয়া হতো, যদিও তাদের মানে আকাশ পাতাল কোনো ব্যবধান নেই। তাছাড়া বোর্ডের 'মেধাতালিকা' নামের অত্যন্ত বাজে একটি ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতাও ছিল। তাই দেশের কয়েকজন অগ্রণী, সচেতন বুদ্ধিজীবীর পরামর্শে চালু হয়েছে গ্রেডিং পদ্ধতি। কিন্তু ফল যেই সেই রয়ে গেল। পশ্চিমে গ্রেডিং এর ব্যবধান নির্ণয় হয় পাঁচ নম্বর অন্তর অন্তর। যেমন ৯৬-১০০ এ+, ৯১-৯৫ এ, ৮৬-৯০ বি+। তাই ঐ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমাদের দেশে বিশাল নম্বরের ব্যবধানে গ্রেডিং পরিবর্তন হয়। যেমন ৮০-১০০ এ+, ৬০-৭৯ এ। সুতরাং এই পদ্ধতি আগের পদ্ধতির চেয়ে কোন অংশেই উন্নত নয়। বরং এই পদ্ধতি মেধার লড়াইয়ে পরীক্ষার্থীদের দারুণ নিরুৎসাহিত করছে। অবিলম্বে গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া